গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয় : "কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলার বিভিন্ন নদী ভাঙন কবলিত স্থান রক্ষার্থে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েভ প্রটেকশন ও নদী ড্রেজিং/খাল পুন:খনন" শীর্ষক প্রকল্পের পিইসি সভার পর্যবেক্ষণ এবং তদানুসারে সমীক্ষা/ কারিগরী কমিটির পরিদর্শন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মাহমুদুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
সভার তারিখ	১৩ অক্টোবর ২০২০।
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	তাঁর অফিস কক্ষে।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ সভাকে জানান যে, "কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলার বিভিন্ন নদী ভাঙন কবলিত স্থান রক্ষার্থে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েভ প্রটেকশন ও নদী ড্রেজিং/খাল পুনঃখনন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের পিইসি সভা গত ১০-০৯-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার কার্যবিবরণী গত ০৬-১০-২০২০ তারিখে পাওয়া যায়। সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক দুই জন বহিঃসদস্য সমন্বয়ে সমীক্ষা কমিটি গঠনপূর্বক কমিটির প্রতিবেদনসহ আগামী ০১ মাসের মধ্যে পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২। সভায় প্রকল্পের পিআইসি সভার পর্যবেক্ষন ও তদানুসারে গঠিত সমীক্ষা কমিটির পরিদর্শন বিষয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

ক্রমিক	সভার আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত

১	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সমীক্ষা কমিটির আহবায়ক জনাব মো: আব্দুল বাছিত, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-১, বাপাউবো সভাকে জানান যে, সমীক্ষা কমিটির বহি:সদস্যসহ অনান্য সদস্যবৃন্দ গত ০৮-১০-২০২০ এবং ০৯-১০-২০২০ তারিখে দুইদিন ব্যাপি "কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলার বিভিন্ন নদী ভাঙন কবলিত স্থান রক্ষার্থে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েভ প্রটেকশন ও নদী ড্রেজিং/খাল পুনঃখনন প্রকল্প"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন নদী ভাঙ্গন কবলিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। তন্মধ্য নিকলী উপজেলাধীন ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছাতিরচর, সিংপুর গ্রাম, সিংপুর বাজার বাজিতপুর উপজেলাধীন ঘোড়াউত্রা নদীর তীরে শাহপুর গ্রাম, আছানপুর, কামেরবালী গ্রাম; অষ্টগ্রাম উপজেলায় কালনী নদীর তীরে অবস্থিত বাঙ্গালপাড়া, ধনপুর, আব্দুল্লাহপুর, আনোয়ারপুর, খৈস্বর, কলিমপর গ্রাম; ইটা উপজেলার বৌলাই নদীর তীরে অবস্থিত এলেনজুরী, বাদলা ফেরীঘাট, ইটনা ফেরীঘাট ধনু নদীর তীরে শিমুলবাগ গ্রাম, করিমগঞ্জ উপজেলার ধনু নদীর তীরে চংনোয়াগাঁও নরসুন্দা নদীর তীরে চরকরনসী এলাকা; পাকুন্দিয়া উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দক্ষিণ চরটেকী এবং ভৈরব উপজেলার মেঘনা নদীর তীরে ভৈরব মৎস্য বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী ভাঙন কবলিত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নদীর ভাঙনের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় এলাকার বিভিন্ন পেশার ও শ্রেনীর লোকজনের সাথে সমীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ মত বিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে এলাকাবাসী নদী ভাঙনের ফলে তাদের দুর্ভোগ ও মূল্যবান সম্পত্তিসমূহ দিন দিন নদী গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। নদী ভাঙন কবলিত স্থানসমূহে সরেজমিনে পরিদর্শন ও এলাকাবাসীর সাথে আলোচনাপূর্বক সমীক্ষা কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনায় বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন নদীর তীরে অবস্থিত নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজসমূহ বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা যথার্থ হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কিছু এলাকার ভাঙন প্রবলতর হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন না হলে গ্রামসমূহ নদী গর্ভে বিলীন হতে পারে।	(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত কিশোরগঞ্জ জেলার ১০ টি উপজেলার বিভিন্ন নদী তীরে অবস্থিত স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ডিপিপি'র প্রাক্কলন মোতাবেক দাখিলকৃত ভৌত কাজের প্রস্তাবে পরিবর্তন না করাই সমীচীন হবে। (খ) প্রস্তবিত ডিপিপি'র প্রাক্কলনের অব্যবহিত পরে ভাঙন হয়েছে এমন অংশের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্বিন্যা করার যৌক্তিকতা রয়েছে।
২	সমীক্ষা কমিটির আহবায়ক সভাকে আরো জানান যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ধনু নদী, আপার মেঘনা এবং মেঘনা নদীর ড্রেজিং প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে উল্লেখিত নদীসমূহে পরিদর্শন করা হয় এবং নদীসমূহের সহিত অনান্য সংযোগ নদীর অবস্থা সম্পর্কে ধারনা নেওয়া হয়। দেখা যায় এ নদী সিস্টেমের অনান্য অংশসমূহ ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষা কমিটির সভাপতি জানান যে, ইতোমধ্যে ২০১৬-১৭ সালে বাস্তবায়িত জরিপ তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় প্রস্তাবিত ড্রেজিং এর অংশে পলি পড়ে নদীর তলার প্রস্থ অনেকাংশে ভরাট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে উল্লেখিত নদীসমূহের ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং পানি নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া ভৈরব বাজারের সন্নিকটে মেঘনা নদীর উপর পরপর তিনটি সড়ক ও রেলসেতু নির্মিত হওয়ায় মেঘনা নদীর এ অংশে নদীর প্রশস্ততা সংকুচিত হয়েছে এবং সেতুর পিয়ারের মাধ্যমে প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়ে এ অংশে নদীতে ব্যাপক পলি জমাট হয়ে নদীর তলদেশ উজান ও ভাটি অপেক্ষা অনেকটা উঁচু হয়ে গিয়েছে মর্মে IWM এর প্রতিনিধি জানান। অন্যদিকে CEGIS এর প্রতিনিধি জানান যে, ব্রীজ কর্তৃপক্ষ ব্রীজের সুরক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্য পিয়ারের আশেপাশে নদীর নীচে বিভিন্ন ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে ভৈরব ব্রীজের উজানে গড়ে উঠা চরটি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে এবং নদীর প্রবাহ পথকে সংকুচিত করছে। সেক্ষেত্রে আগাম বন্যার সময় উজান হতে নেমে আসা বিশাল জলরাশি নিষ্কাশনে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে আগাম বন্যার ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সভাপতি মহোদয় সার্বিক বিষয় অবহিত হয়ে নতুন করে ব্যথিম্যাট্রিক সার্ভে করতঃ আপার মেঘনা ও মেঘনা ড্রেজিং এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ মতামতসহ সমীক্ষা কমিটি প্রতিবেদন দাখিলের পরামর্শ দেন।	(ক) মেঘনা ও আপার মেঘনার প্রস্তাবিত ড্রেজিং কাজের অংশে পুনরায় ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব চিত্র উত্থাপন করতে হবে।

৩	সমীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব সভাকে জানান, আগাম বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশনের বিকল্প পথ হিসেবে মেঘনা নদীর উজানে কুলিয়ারচর উপজেলার কালি নদী হতে পুরাতন ব্রহ্মপূত্র নদের মধ্যেকার সংযুক্ত বিদ্যমান সরু চ্যানেলটি বিবেচনা করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে সমীক্ষা কমিটি কর্তৃক সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা ও হাইড্রোলজিক্যাল তথ্যাদি পর্যবেক্ষন করে জানা যায়, আগাম বন্যাকালীন সময়ে মেঘনা নদীর প্রবাহের কিছু অংশে এ চ্যানেলের মাধ্যমে পুরাতন ব্রহ্মপূত্র নদে প্রবাহিত করে ভৈরব বাজারের ডাউনে মেঘনায় ফেলানো সম্ভব । তবে বিদ্যমান সংযোগ চ্যানেলটিতে ন্যূনতম ১৫.০ মিটার হতে সর্বোচ্চ ১০০.০০ মিটারের সর্বমোট ০৮ টি ব্রীজ রয়েছে। তন্মধ্যে কিশোরগঞ্জ-ঢাকা রেলপথ ও মহাসড়কও রয়েছে। সমীক্ষা কমিটির বহি:সদস্যবৃন্দসহ জানান যে ভৈরব অংশে মেঘনা নদীতে নির্মিত সেতুত্রয়ের ফলে আগাম বন্যাকালীন সময়ে মেঘনার পানি নিষ্কাশনে ধীরগতির ফলে উজানে যে, পানি জমে থাকে তার একটা অংশ এ সংযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে ডাউনে দ্রুত নিষ্কাশন সম্ভব। সমীক্ষা কমিটির সদস্য, IWM এর প্রতিনিধি জানান যে, সমীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ চ্যানেলটির কার্যকারিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট সমীক্ষা হিসেবে ২০.০ মিটার তলার প্রশস্ততা রেখে চ্যানেলটি পুন:খনন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চ্যানেলের উপর বিদ্যমান ২০.০ মিটার অপেক্ষা ছোট ০২ টি ব্রীজ পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি বিষয়টি সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর মাধ্যমে মেঘনা নদীর উজানের মোট পানির কত অংশ এই চ্যানেলের মাধ্যমে নিষ্কাশন করানো হলে আগাম বন্যার পানি দ্রুততর হাওর হতে নেমে যাবে এবং সংযোগ চ্যানেলের আশেপাশে অবস্থিত গ্রামসমূহে ভাঙন দেখা দেবে কিনা তা নির্ণয় প্রয়োজন। তাই সার্বিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে ডেজিং এর মূল কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ডিপিপিতে একটি স্টাডির সংস্থান অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ মত দেন।	(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট কাজ হিসেবে ২০.০ মিটার তলার প্রশস্ততা রেখে মেঘনা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপূত্র নদের মধ্যেকার সংযোগ চ্যানেলটির পুন:খননের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। (খ) সংযোগ চ্যানেলের যে অংশে ২০মিটার প্রশস্ততা রেখে খননের প্রস্তাব করা হয়েছে ঐ অংশে অবস্থিত ২০.০ মিটারের চেয়ে ছোট যে দুটি ব্রীজ রয়েছে তার পুনর্বাসনের সংস্থান প্রস্তাবিত ডিপিপিতে রাখতে হবে। (গ) মেঘনা ব্রীজের উজানের পানি ডাইভার্ট করতঃ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সংযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে ভৈরব বাজার ডাউনে নিষ্কাশনের লক্ষ্যে তথা হাওরের আগাম বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশনের বিষয়ে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক সুনির্দিষ্ট মতামত জানা জরুরী। ঐ সংযোগ চ্যানেলের মুল খনন কাজ (ড্রেজিং) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিঘাত ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্যে প্রস্তাবিত ডিপিপিতে একটি স্টাডির সংস্থান রাখাও সমীচীন হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাহমুদুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৪.১৫-৩৭৫

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৭
২৭ অক্টোবর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪) নির্বাহী পরিচালক (আইডব্লিউএম), বাড়ী নং-৪৯৬, রোড নং-৩২, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

৫) নির্বাহী পরিচালক (সিইজিআইএস), বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৬) উপ-সচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭) জনাব মো: আব্দুল বাছিত, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-১, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকা।

৮) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ।

১১) প্রোগ্রামার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১২) জনাব সুদিপ্ত কুমার হরি, এসোসিয়েট স্পেশালিস্ট, রিভার, ডেল্টা এন্ড কোষ্টাল মরফোলজি বিভাগ, (সিইজিআইএস), বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

১৩) জনাব মো: জাকির হোসেন, সিনিয়র পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ, আইডব্লিউএম, বাড়ী নং-৪৯৬, রোড নং-৩২, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব